দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ 26 MAY 2008
পৃষ্ঠা ২৮ কলাম ৭

ইবিতে ছাত্রলীগের সাথে শিবির ও ছাত্রদল কর্মীদের ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়া ॥ আহত ২০

॥ ইবি সংবাদদাতা ॥

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে রবিবার ছাত্রলীগের সাথে ছাত্রদল ও শিবিরের ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়ার ঘটনা ঘটেছে। এ ঘটনায় অন্তত ২০ জন আহত হয়েছে। ছাত্রদল ও শিবির ক্যাম্পাসে ছাত্রলীগকে অবাঞ্ছিত ঘোষণা করেছে। ক্যাম্পাসে উত্তেজনা বিরাজ করছে।

জানা যায়, পূর্বশত্রুতার জের ধরে দুপুর ১২ টার সময় ডায়না চত্বরে ইংরেজী তৃতীয় বর্ষের ছাত্র ছাত্রলীগ কর্মী মিজানুর রহমান টিটুর সাথে আইন বিভাগের মাস্টার্সের ছাত্র ছাত্রদল কর্মী নাসিরের কথা কাটাকাটি হয়। একপর্যায়ে নাসির টিটুকে ঘুষি মারলে টিটুও পাল্টা ঘুষি মারে। পরে বিষয়টি মিমাংসার জন্য প্রক্টর তার অফিসে দুই পক্ষকে ডাকেন। এ সময় ছাত্রদল কর্মীরা গাছের ডাল ভেঙ্গে ছাত্রলীগের কর্মীদের ধাওয়া করে ও ইটপাটকেল নিক্ষেপ করে। ছাত্রলীগও পাল্টা ধাওয়ার চেষ্টা করে। ক্যাম্পাসে তখন উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। পুলিশ লাঠিচার্জ করে দুই পক্ষকে বিচ্ছিন্ন করার চেষ্টা করে। দুপুর ১টার সময় ছাত্রদল ছাত্রলীগকে আবার ধাওয়া করে। শিবিরের কর্মীদের দিকে ইটপাটকেল নিক্ষেপের (১৫শ-পৃঃ ৪-এর কঃ দ্রঃ)

ইবিতে ছাত্রলীগ

(১৬শ পৃঃ পর)

অভিযোগে শিবিরও ছাত্রদলের সাথে একজোট হয়। এসময় দ্বিমুখী আক্রমণে ছাত্রলীগ পিছু হটে মেইন গেইট দিয়ে ক্যাম্পাসের বাইরে অবস্থান করে। পরে ছাত্রলীগ প্রস্তুতি নিয়ে নতুন করে ধাওয়া করে। ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়ার একপর্যায়ে ছাত্রলীগ মেইন গেইট এলাকায় এবং শিবির ও ছাত্রদল ক্যাম্পাসের ভিতরে অবস্থান করে।

প্রক্টর, ছাত্র উপদেষ্টা, প্রক্টরিয়াল বডির সদস্য, আওয়ামী লীগ, বিএনপি ও জামায়াতের দায়িত্বশীল শিক্ষক দুই পক্ষকে নিয়ে দুপুর তিনটা পর্যন্ত পুনরায় মিটিং করেও সমঝোতায় পৌঁছাতে ব্যর্থ হয়। আওয়ামী লীগের শিক্ষকদের অনুরোধে ছাত্রলীগ কর্মীরা মেইন গেইট থেকে চলে গেলে ১ ঘন্টা পর আটকে থাকা বাস ক্যাম্পাস ছেড়ে যায়। সমঝোতার পূর্বে ছাত্রলীগ সভাপতি শেখ শাহানুর আলম কেরামত প্রক্টরকে অযোগ্য ও দুর্নীতিপরায়ণ ঘোষণা করে প্রক্টর ড. একেএম মতিনুর রহমানের পদত্যাগ দাবি করেছে। এদিকে ছাত্রদলের সাংগঠনিক সম্পাদক সাব্বির আহমেদ ঝন্টু ঘটনার জন্য ছাত্রলীগকে দায়ী করেছে। ছাত্রদল ও শিবির ক্যাম্পাসে এবং